দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৪ চৈত্র ১৪১৫
TUESDAY 07 APRIL 2009
৯

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

স্বাস্থ্যখাতকে সেবাখাত হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয়

ইয়াসমীন আরা লেখা

'দুর্যোগ মোকাবিলায় হাসপাতালের সেবা নিশ্চিত করুন, জীবন বাঁচান' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ৭ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ৬১তম বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। পৃথিবীতে যখন ব্যাপকহারে পরিবেশ দূষণ ঘটছে, নিত্য-নতুন নানা ভয়াবহ রোগের সন্ধান মিলছে এবং নানা কারণে দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে চলছে, তখন এ ধরনের একটি প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রতিপাদ্য কেবলমাত্র অনুষ্ঠানিকতার বাইরে সংশ্লিষ্টদের কাছে কতটা গুরুত্ব পাবে সেটা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। কারণ বহু আগে থেকে আমাদের দেশে চিকিৎসা সেবার বদলে 'পণ্য বা বাণিজ্য' হয়ে উঠেছে। এর কারণ আমাদের দেশে অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধার মত চিকিৎসা সেবারও সুষম বন্টন হচ্ছে না।

সংবিধানে বলা হয়েছে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও ঘনবসতি পূর্ণ দেশ। আমাদের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, মাত্র ৬ শতাংশ। যে কোন খাতে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সুষম বন্টন প্রয়োজন। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ আছে তার সুষম বন্টন হচ্ছে না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে বেশি সুযোগ পাওয়ার কথা, ধনীদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দরিদ্রদের বঞ্চনা বেড়েই চলেছে। আর এসব কারণেই হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জামাদির যোগান দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দেশে ৩,৫৭৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক থাকলেও সেগুলো রাজনীতির শিকার হচ্ছে, গ্রাম্য ডাক্তাররা উন্নততর প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, নিম্নমানের ও ভেজাল ওষুধ হরহামেশা উৎপাদিত হচ্ছে, ভুয়া ওষুধ কোম্পানীর সংখ্যা বাড়ছে। ড্রাগ লাইসেন্সের বদলে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ওষুধের দোকান চলছে। মোটকথা সুষ্ঠু বন্টনের অভাব ও এসব দুর্নীতি ও প্রশাসনিক দুর্বলতা দেশের স্বাস্থ্যখাতকে প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যহীন করে তুলেছে। আর সে কারণেই দেশের সকল হাসপাতালে ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। জানা যায় এই সেবা সপ্তাহের মাধ্যমে সরকার নিশ্চিত হতে চাইছে বিদ্যমান জনবল, স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে কিভাবে এবং কতটা সর্বোচ্চ সেবা দেয়া সম্ভব। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে সচিবালয়ে গত ০৫-০৪-০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিত্বকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হক যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বিবেচনার দাবী রাখে। তিনি বলেছেন, স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে জনগণের অনেক অতৃপ্তি আছে। যে কোন মূল্যে তাদের এসব অতৃপ্তি দূর করতে হবে। একই সাথে চিকিৎসকদের সম্পর্কে রোগী ও রোগীর

এটেনডেন্টদের যেসব অভিযোগ পাওয়া যায় তা দূর করতে হবে। তিনি হাসপাতালসমূহের জরুরী বিভাগে মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা বলে একইসাথে হাসপাতালগুলোতে কনসালট্যান্ট নিয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এ বক্তব্য থেকে যেমন দেশের হাসপাতালগুলোর চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি হাসপাতালগুলো সম্পর্কে নতুন আশাবাদের ইঙ্গিত দেয়। এ ইঙ্গিতের ফলাফল যাই হোক না কেন চিকিৎসা যেহেতু মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি, সেহেতু এ খাতটিকে এড়িয়ে যাওয়া বা অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

দিন যত যাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যা তত বাড়ছে। মানুষের ব্যক্তিগত অনিয়ম স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য যতটা দায়ী, বর্তমানে তার চেয়ে কোনো অংশে কম দায়ী নয় পরিবেশ বিপর্যয় ও দুর্যোগ। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে কার্যকর নীতিমালা করতে হবে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, শিরোনামে বলা হয়েছে 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে'। অথচ আমাদের দেশের মা, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ এখনো পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। স্বাস্থ্যখাতে সুষম বন্টনের অভাব, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমস্যা ক্রমশ ঘণীভূত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে কিছু সাফল্য থাকলেও ব্যর্থতার পরিমাণ বেশি বলে সাফল্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে ১শ' শয্যার হাসপাতাল ও বর্তমান সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ ডাক্তার নিয়োগ করা প্রয়োজন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালগুলোতে অপারেশন থিয়েটারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসা উপকরণের যে অভাব রয়েছে সেটা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। সরকারি ওষুধ বিক্রয়কারী চক্রকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলে ওষুধ চুরি কমে আসবে। সরকারিভাবে বেসরকারি ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ফি নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত ফি আদায়ে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সংবিধান জনস্বাস্থ্যকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে আইন তৈরী ও আইনের প্রয়োগের মধ্যে সে গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। চিকিৎসা সুবিধার সুষম বন্টনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে নবজাতক ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমে আসবে। শুধুমাত্র সরকারের উপর সব দায় না চাপিয়ে দেশের বেসরকারি খাতকে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজাতে হবে। আজকের এই দিনে আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা হোক 'স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি ও অনিয়ম রুখবো, জাতির গতিশীলতা আনবো' এবং একই সাথে স্বাস্থ্য সেবার সুষম বন্টন নিশ্চিত করবো। মনে রাখতে হবে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে হলে সুস্থ মানুষের কোন বিকল্প নেই।

[লেখক: ডীন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]